EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চুনাতিতে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র-জার্মান সহযোগিতা

ঢাকা, ১২ই আগস্ট -- যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এবং জার্মানির উন্নয়ন সংস্থা "জিটিজেড" বাংলাদেশে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে গত ১০ই আগস্ট একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জিটিজেড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব পিটার প্যালেশ এবং ইউএসএআইডি বাংলাদেশের মিশন পরিচালক মিজ ডেনিস রলিন্স "চুনাতি অভয়ারন্য" বা "সিডব্লিউএস" এলাকায় একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সংস্থা দুটির এই সহযোগিতার অর্থায়ন উৎস হচ্ছে জিটিজেড-এর "সিডব্লিউএস প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক বন ব্যবস্থাপনা ও পুনঃবনায়ন" থেকে ২৫ লাখ ইউরো এবং ইউএসএআইডি'র চার-বছরব্যাপী "সমন্বিত সংরক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা" বা "আইপিএসি" প্রকল্প থেকে এক কোটি ৫৫ লাখ ডলার।

বাংলাদেশজুড়ে ২৬টি বৃহৎ জলাভূমি ও সংরক্ষিত বন এলাকা এবং পরিবেশেগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য ছোট ছোট মিঠাপানির জলাভূমি নিয়ে আইপিএসি প্রকল্প কাজ করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সরকারের সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নই এর উদ্দেশ্য। চুনাতি হচ্ছে তিনটি অভয়ারন্যের একটি যা আইপিএসি'র অন্তর্গত। চুনাতি হচ্ছে পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান যা বার্মা ও বাংলাদেশের মধ্যে এশিয়ান হাতি চলাচলের একটি বড় করিডোর হিসেবে কাজ করে। এছাড়া এটি কাঠ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ গর্জন গাছের একটি অরণ্য, যে প্রজাতিটি বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন।

পরিবেশ উন্নয়নের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ২,০০০ হেক্টর বনভূমি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে ইউএসএআইডি এবং জিটিজেড বৃক্ষরোপণ করবে। এছাড়া তারা এই অঞ্চলে কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে সহযোগিতা করবে। এসব উদ্যোগ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এই অভয়ারণ্য পুনরুদ্ধারে, জনশিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টিতে এবং চুনাতির মধ্য ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর এক লাখ ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের জনগণ বিশেষত অতি-দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইউএসএআইডি বাংলাদেশে পাঁচটি বৃহৎ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থায়ন করে থাকে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, সকল স্তরে সুশাসনে সহায়তা প্রদান, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী সহায়তা প্রদান। ১৯৭১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে সহায়তা হিসেবে ৫০০ কোটি ডলারেরও বেশী প্রদান করেছে। ২০০৯ সাল নাগাদ ইউএসএআইডি'র সব মিলিয়ে প্রায় ১৭ কোটি ২০ লাখ ডলার সহায়তার পরিকল্পনা রয়েছে, যার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় সিডর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাসরত মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

==========

জিআর/২০০৯

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *যোগাযোগ করুন।*